রেশম পোকার জীবনচক্র

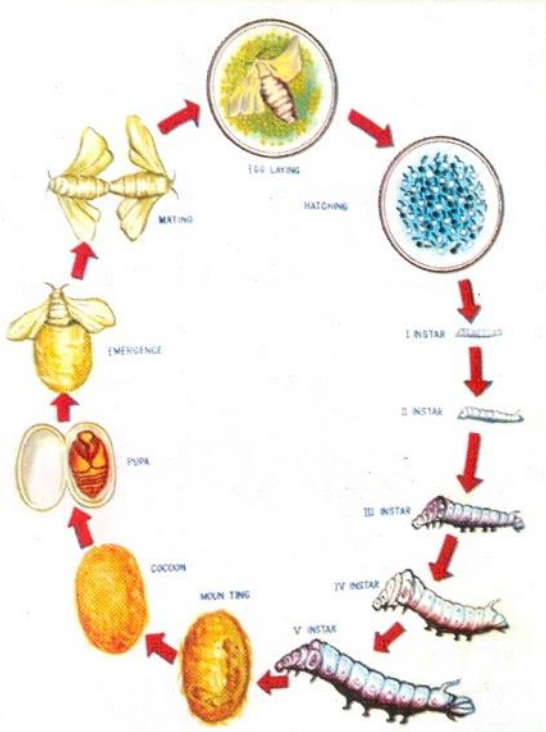

Bangladesh Sericulture Research and Training Institute
BSRTI

বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, রাজশাহী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

রেশম পোকার জীবনচক্র

রেশমকীট এক প্রকার শীতল রক্ত বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কীট। এ কীটকে বহুদিন যাবত আদর্শ পরিবেশে পালনের মাধ্যমে গৃহপালিত করা সম্ভব হয়েছে। রেশমকীটকে স্থানীয় ভাষায় পলুপোকা বলা হয়। সুদীর্ঘ সময় গৃহপালনের ফলে এরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশে অত্যন্ত নাজুক প্রকৃতির জীব। রেশম পোকার জীবনচক্র চারটি পর্যায়ে বিভক্ত যেমন- ডিম, শুককীট, মুককীট ও পূর্ণাঙ্গ অবস্থা (মথ)। জাত ভেদে রেশমকীটের জীবনচক্র সম্পন্ন হতে প্রায় ৪২-৫৫ দিন সময় লাগে । তন্মধ্যে ডিম অবস্থায় ৯-১১ দিন, শুককীট অবস্থায় ২০-২৫ দিন, শুককীট হতে মুককীটে ৪-৫ দিন এবং মুককীট হতে মথে ৯-১৪ দিন।

ডিম অবস্থা

জাত ভেদে রেশমকীটের ডিমের রং, আকার ও গঠন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত কারণে ডিমের ভ্রূণবৃদ্ধিতে নানা বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ বহুচক্রী জাতের ডিম প্রাকৃতিক নিয়মেই ৯-১১ দিনে মুখায়। কিন্ত একচক্রী ও দ্বিচক্রী ডিম স্বাভাবিক নিয়মে এ সময়ের মধ্যে মুখায় না। যে কোন জাতের ভ্রূণের পরিস্ফুটন শুরু হলে পলু মুখানোর ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ডিমে কাল দাগ এবং ২৪ ঘন্টা পূর্বে কালচে বর্ণ ধারণ করে পরবর্তী দিনে পলু মুখায়।

শুককীট অবস্থা

স্থানীয় ভাষায় শুককীট অবস্থাকে পলু বলা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় শুককীট কিছুটা কালো পিঁপড়ার মতো দেখায়। রেশমকীট কেবলমাত্র পলু অবস্থায় তুঁত পাতা খায়।

শুককীট পর্যায়ক্রমে ৫টি দশায় ও ৪ বার দেহের খোলস

ত্যাগ করে। বয়স্ক অবস্থায় গুটি তৈরীর মাধ্যমে এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটায়। স্থানীয় ভাষায় শুককীটের ১ম অবস্থাকে মেটে কলপ, ২য় অবস্থাকে দো-কলপ, ৩য় অবস্থাকে তে-কলপ, ৪র্থ অবস্থাকে শোদ-কলপ এবং ৫ম অবস্থাকে রোজের পলু বলা হয়। পলুর অবস্থা ভেদে

দৈহিক বৃদ্ধি এবং পাতা খাওয়ার ধরনে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। শুককীট অবস্থায় দৈহিক বৃদ্ধি, খাবারের ধরন ও দেহের খোলস পরিবর্তন ইত্যাদিতে ভিন্নতা থাকায় পলুপালনে অবস্থাভেদে প্রয়োজনীয় আর্দশ তাপমাত্রা (২৪°-২৮° সে: ± ১° সে:) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৬৫%- ৯০% ± ৫%) সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পলুপালনে আলো ও বাতাসের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তুঁতপাতা রেশমকীটের

একমাত্র খাদ্য হওয়ায় অবস্থাভেদে সঠিক দৈহিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাতার গুণগতমান, আকার ও পরিমাণেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। উন্নতমানের অধিক পরিমাণ রেশম গুটি উৎপাদনের লক্ষ্যে বিষোধন সহ পলুপালন কলাকৌশল প্রয়োগে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মুককীট অবস্থা

রোজের পলু ৫-৬ দিন পাতা খাওয়ার পর নিজেদের আত্মরক্ষার্থে রেশম গ্রন্থি হতে মুখ দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রেশম নিঃসরণ করতঃ তার দেহের চারপাশে যে আবরণ তৈরী করে তাকে রেশম গুটি বলে। পরবর্তীতে রেশম গুটির ভিতরে শুককীট ৪-৫ দিনের মধ্যেই মুককীটে রূপান্তরিত হয়। মুককীট হতে মথে রূপান্তরিত হতে ৯-১৪ দিন সময় লাগে।

পূর্ণাঙ্গ (মথ) অবস্থা

জাত ভেদে মুককীট হতে মথে রূপান্তরিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর মথ গুটি কেটে বের হয়। শুধুমাত্র যে সকল গুটি দিয়ে পরবর্তী বংশধরের ডিম উৎপাদন করা হবে সেগুলোকে গুটি কেটে বের হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অন্যদিকে যে সকল গুটি হতে রেশম সুতা আহরণ করা হবে সে ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গুটি শুকিয়ে মুককীট মেরে ফেলা হয়। ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে মথ গুটি কেটে বের হওয়ার পর স্ত্রী ও

পুরুষ মথের মিলন দেয়া হয়। ৩-৪ ঘন্টা পরে স্ত্রী মথকে প্লাষ্টিকের খুরির মধ্যে রেখে ডিম পাড়ানো হয়। ডিম পাড়ার ৯-১১ দিনের মধ্যে পুনরায় ডিমগুলি মুখায় এবং এভাবে রেশম কীটের জীবন চক্র চলতে থাকে।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

পরিচালক
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী-৬২০৭
টেলিফোন ঃ ৮৮০-৭২১-৭৭৬২৯৬
৭৭১৭০৪-০৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৭২১-৭৭০৯১৩
ই-মেইল ঃ bsrti@bttb.net.bd
ওয়েব সাইট ঃ www.bsrti.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৮